দৈনিক সংবাদ ৩১

তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

সমাবেশ মিছিল ভাংচুর টিয়ার গ্যাস

ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদে ভার্সিটিতে ব্যাপক তাণ্ডব

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা কলাভবনস্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জ, প্রক্টর অফিস, ডীন অফিস ও শিক্ষকদের কক্ষসহ ব্যাপক ভাংচুর করে। শত শত সাধারণ ছাত্র এই ভাংচুরে অংশ নেয়। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এ ভাংচুর চলাকালে পুরো কলাভবন এলাকা এক অভ্যুত্থান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

উত্তেজিত ছাত্ররা ধর ধর বলে চীৎকার করতে করতে শিক্ষকদের তাড়া করে। এ সময় শিক্ষকরা আরেকদল ছাত্রের সহায়তায় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা কলাভবন শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের এমএসসি শেষ বর্ষের ছাত্র আনসার

ভার্সিটি ঃ পৃঃ ১২ কঃ ১

ভার্সিটি ঃ ব্যাপক বিক্ষোভ ভাংচুর

(১ম পাতার পর)

আলীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং তার অনার্স সার্টিফিকেট বাতিলের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্ররা এই ভাংচুর করে। উক্ত বিভাগের একজন শিক্ষককে প্রহার করার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গত বুধবার আনসার আলীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং তার অনার্স সার্টিফিকেট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উক্ত দাবীতে গত ৬ই জুন থেকে ২০ দিন কর্মবিরতি পালন করে। আনসার আলীর বিরুদ্ধে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের পর গতকালই শিক্ষকরা কাজে যোগদান করেন।

এদিকে গতকাল সকালে আনসার আলীর বিরুদ্ধে সিণ্ডিকেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্ররা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশের আয়োজন করে। প্রবল বর্ষণের কারণে কলাভবনের গেটে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেন।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট

সমাবেশ থেকে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পরে সকাল সোয়া ১১টার দিকে ধর্মঘটের সমর্থনে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হলে কয়েকশ' সাধারণ ছাত্র এ মিছিলে যোগদান করে। মুহূর্তের মধ্যে মিছিলটি মারমুখী হয়ে ওঠে। মিছিলকারীরা প্রথমে প্রক্টর অফিস আক্রমণ এবং ভাংচুর করে। পরে তারা সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং কলা অনুষদের ডীন অফিসেও হামলা চালায়। মিছিলকারীদের সমর্থনে গোটা কলাভবন এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল ও ভাংচুরের এক ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। উত্তেজিত ছাত্ররা কলাভবনের নীচতলায় অবস্থিত শিক্ষকদের লাউঞ্জ আক্রমণ এবং চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে।

বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ ৪/৫টি টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা ব্যর্থ হয়। পরে পুলিশ কলাভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সভায় বহিষ্কৃত ছাত্র শেখ আনসার আলী ও তার সহযোগী কতিপয় উচ্ছৃংখল ছাত্র কর্তৃক কলাভবনে শিক্ষকদের লাউঞ্জ ও কক্ষ ভাংচুর এবং শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণের তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছে।

এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্যে আজ সকাল ১১টায় শিক্ষক সমিতির জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।